51

তারিখ ... 01 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রসংগে

আগামী ৩-৪-৯৪ ইং তারিখে হতে যাচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্বাচনী পরীক্ষা। এ প্রসংগে একটি কথা হল যে, এই প্রথমবারের মত হতে যাচ্ছে (MCQ) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা। আর লক্ষণীয় বিষয় হলো মেডিকেল কিংবা ডেন্টাল পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে ১০০টি এবং সময় দেয়া হয় ১-২০ মিঃ। অথচ এখানে বলা হচ্ছে প্রশ্ন থাকবে ২০০টি আর সময় থাকবে ২ ঘন্টা। কিন্তু এটা কেমন কথা? একই স্টাইলের পরীক্ষা অথচ দু'রকম সময় নির্ধারিত। এ বিষয়ে কিছুটা হলেও বিবেচনা করা দরকার। অনেকে হয়তো বলবেন, যেহেতু ভর্তি পরীক্ষা সেহেতু সবার জন্যইতো এই ব্যবস্থা— তবে আপত্তি কেন? কিন্তু কথা হল মেডিকেলে কিংবা ডেন্টালে গণিতের উপর কোন প্রশ্ন হয় না। তাতেও এমন কিছু প্রশ্ন আছে, ২/৩ মিঃ লেগে যায়। আর গণিতে তো কোন প্রশ্নে ৫/৬ মিনিটও লাগতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ পরীক্ষার সময় ২ ঘন্টা না করে অন্তত মেডিকেলের ধারা অনুসরণ করে ২-৪০ ঘন্টা করা হোক।

ইতি,
শামীম,
গোহাইলকান্দি, ময়মনসিংহ।

ফরম ফিলাপ নিয়েও ব্যবসা!

দুর্নীতির প্রকোপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে এসএসসি ও এচিএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করা হচ্ছে কম্পিউটার পদ্ধতির মাধ্যমে। নতুন পদ্ধতিতে ফরম ফিলাপ করতে গিয়ে কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা হিমশিম খায়। এমন কি কিছু ছেলে মেয়ে দুই একটা ফরম নষ্টও করে ফেলে। পুনরায় নতুন ফরম চাইতে গেলে পরীক্ষা কমিটির সাথে জড়িত শিক্ষক বৃন্দ তাদের উপর রেগে যায়, এবং নতুন ফরম দিতে অস্বীকার করেন। আরও বলেন, যার ফরম নষ্ট হয়েছে তাকে আর ফরম দেয়া হবে না, সে এবর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। শংকিত ছাত্ররা তখন নিরুপায় হয়ে বলে স্যার, যেভাবেই হোক আমাদের ফরম দেন। ছাত্রদের এই সরলতার সুযোগে প্রত্যেকটা ফরম ৫০ টাকার বিনিময়ে দেয়া হয়। অথচ এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল বলে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ফরম ফিলাপের ফি বেশী ধার্য করা হয়েছে। একটা প্রশ্ন না করলেই নয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ, বিনাপয়সায় কিছু অতিরিক্ত ফরম দিয়েছেন? না কি টাকার বিনিময়ে? ফরম ফিলাপ নিয়ে কিছু কিছু স্কুল কলেজের শিকরা নতুন ব্যবসা চালু করেছেন। আর এরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। তাই বিনা মুলধনে আয় করা অর্থ ভাগ করতে তাদের মধ্যে কখনও দু'কথা হবে না। আর তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে কিছু জানাবেন না। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আকুল আবেদন আপনারা যদি দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তুলতে চান তাহলে স্কুল, কলেজের কিছু শিক্ষকদের গতিবিধির উপর নজর রাখবেন। যেন ফরম ফিলাপ নিয়ে ব্যবসা না হয়।

—মোহাঃ শাখাওয়াত হোসেন (লিটন),
সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।